শৈলকুপায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাছ কাটার ঘটনায় থানায় অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের রোপনকৃত ১ হাজার গাছ উপড়ে ফেলার ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিতে থানায় অভিযোগ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনার পর স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছে।

সোমবার (৮জুলাই) সকালে ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, শাখা কর্মকর্তা কাজী মহসিনসহ অন্যান্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেন। কর্তৃপক্ষ জানান, খালের গাছ উপড়ে ফেলার ঘটনায় তারা শৈলকুপা থানায় মামলা জমা দিয়েছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার বলেন, গাছ কাটা, ফসল কাটার মত জঘন্য কাজ যারা করে তারা মানুষ না। যারা গাছ উপড়ানোর মত কাজ করেছে আমি চাই তারা আইনের আওতায় আসুক। সে যদি আমার নিজের লোকও হোক না কেন আমি তাকে ছাড় দিব না। আমি চাই পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনুক।
এ ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড এখানে ৩ হাজার গাছ লাগিয়েছে। গাছগুলো লাগানোর পর কে বা কাহার গাছগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা চাই যারা এই কাজগুলো করেছে তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হোক। আমরা এ ব্যাপারে থানায় এফআইআর জমা দিয়েছি।

উল্লেখ্য, গত শনিবার রাতে শৈলকুপা উপজেলার কাজীপাড়া গ্রামের খালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রোপনকৃত ১ হাজার গাছের চারা উপড়ে ফেলে দুর্বৃত্তরা।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় প্রতিপক্ষের হামলায় ভাংচুর-লুটপাট

ঝিনাইদহ শৈলকুপা উপজেলার নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের শেখড়া গ্রামের নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় প্রতিপক্ষের ১০ টি বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার ওই গ্রামের মোল্লাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজ উদ্দিন বিশ্বাস ও সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক হোসেন বিশ্বাসের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। গত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ফারুক হোসেন জয়ী চেয়ারম্যান প্রার্থী মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু ও মফিজ উদ্দিন শামীম হোসেন মোল্লাকে সমর্থন নেয়। উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ফারুক হোসেনের সমর্থকরা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে মফিজ উদ্দিনের সমর্থকদের মারধর ও বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে আসছে। এরই জের ধরে শনিবার রাতে শেখড়া গ্রামের ফারুকের সমর্থক আমোদ ফকির ও গিয়াস বিশ্বাসের লোকজন মফিজের সমর্থক শাহাদাৎ শেখ, মনিরুল শেখ, আবু কালাম, গফুর মোল্লা, মজিবর শেখ, আজিবর শেখসহ ১০ জনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। এ ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শৈলকুপা থানার ওসি সফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শেখড়া গ্রামে গেল রাতে মফিজ উদ্দিনের সমর্থকদের কয়েকটি বাড়ি ভাংচুর করেছে ফারুকের লোকজন। আমরা রাতেই গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে এনেছি। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। লিখিত অভিযোগ দিলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শৈলকুপায় বিদ্যুৎ বিভাগের অবহেলায় প্রাণ গেলো লাইনম্যানের

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বিদ্যুৎ বিভাগের অবহেলা বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো বিদ্যুৎ অফিসের লাইনম্যান খালেক হোসেন (৩২)। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও এক লাইনম্যান সোহেল রানা।

আজ রোববার সকালে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের সাধুখালি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত খালেক হোসেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কুমারগাড়া গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সাধুখালী গ্রামের বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার মেরামতের কাজ করছিলো শেখপাড়া বিদ্যুৎ অফিসে কর্মরত লাইনম্যান সোহেল রানা ও আব্দুল খালেক। মেরামতের সময় বিদ্যুতের কন্ট্রোলরুমে ফোন দিয়ে উপরে ওঠে লাইনম্যান সোহেল রানা। কিন্তু বিদ্যুৎ বন্ধ না থাকায় বিদ্যুতায়িত হয় সোহেল। নিচ থেকে লাইনম্যান খালেক ফোন করে আবারো বিদ্যুৎ বন্ধ করতে বলে উপরে উঠে সোহেলকে উদ্ধার করতে যায়। সেসময় কন্ট্রোল থেকে আবারো বিদ্যুৎ চালু করে দেওয়া হয়। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই খালেক হোসেন মারা যায়। আহত সোহেল রানাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে তারও শারিরীক অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে চিকিৎসক।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা পল্লী বিদ্যুতের ডিজিএম মিজানুর রহমান বলেন, লাইন বন্ধ করে কাজ চলছিলো। কিন্তু কিভাবে বিদ্যুৎস্পৃস্ট হলো তা তদন্ত স্বাপেক্ষে জানা যাবে।

শৈলকুপা থানার ওসি সফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজন লাইনম্যান মারা গেছে শুনেছি। মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

শৈলকুপায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা বন্ধ ও বাড়ি ফেরার দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা বন্ধ ও বাড়ি ফেরার দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
মঙ্গলবার উপজেলার গাড়াগঞ্জ মিয়া জিন্নাহ আলম ডিগ্রি কলেজের সামনে এ কর্মসুচির আয়োজন করে নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগী কয়েকশ পরিবারের সদস্যরা।

সেসময় উপজেলার লক্ষ্মণদিয়া, বেস্টপুর,গোবিন্দপুরসহ বিভিন্ন গ্রামের হামলার শিকার পরিবারের সদস্যরা অংশ নেয়।
কর্মসূচীতে লক্ষণদিয়া গ্রামের ভুক্তভোগী মানিক হোসেন, সাবু মেম্বর, ব্রাহিমপুর গ্রামের আগা খাঁ, চাঁদ আলী ফকিরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করে বলেন, গত ২১ মে শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মোটরসাইকেল সাইকেল প্রতিকের প্রার্থী মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু বিজয়ী হওয়ার পর থেকে পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী দোয়াত কলম মার্কার শামীম হোসেন মোল্লার সমর্থকদের বাড়ি-ঘরে হামলা করছে বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থকরা।

হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করা হচ্ছে। তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাড়ি থেকে। বাড়ি ফিরতে হলে চাঁদা দাবী করা হচ্ছে। তাই এ সহিংসতা বন্ধ ও বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করতে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় লাঠির

আঘাতে কিশোরের মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নদীতে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে যুবকের বাশের লাঠির আঘাতে কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার(২৮মে) দুপুরে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের কুমার নদে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আসিফ (১১) ওই গ্রামের মহিদুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে ওই গ্রামের কিশোর আসিফ হোসেন কুমার নদে বরশি দিয়ে মাছ ধরছিল । সেসময় একই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে সনি পানি ঘোলা করলে দুজনের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। একপর্যায়ে সনি বাশ দিয়ে আসিফকে আঘাত করে। বাশের মাথার সুচালো অংশ আসিফের ঘাড়ে ঢুকে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে সনি।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অবৈধ জালটাকাসহ গ্রেপ্তার ১

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার হিতামপুর এলাকা হতে অবৈধ জালটাকাসহ এক জন কে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) র্যাব-৬, সিপিসি- ২, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানাধীন হিতামপুর গ্রামস্থ এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ও জাল টাকা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত

আভিযানিক দলটি একই তারিখ দিবাগত রাত আনুমানিক ০১.৪৫ ঘটিকার সময় ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানাধীন হিতামপুরগ্রামের মোঃ আব্দুর রহমান সবুজের সারের দোকান (রাফি এন্টারপ্রাইজ) এর সামনের এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ জাল টাকাসহ মোঃ আশিক খান আকরাম (২৩)কে গ্রেপ্তার করে। আকরাম একই উপজেলার ধাওড়া মধ্যপাড়া গ্রামের মোঃ আতিয়ার খাঁর ছেলে।

সে সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে গ্রেপ্তারকৃত আসামীর হেফাজত হতে অবৈধ জাল টাকা ২১,০০০/-(একুশ হাজার) , ০১টি মোবাইল এবং ০২টি সিমকার্ড উদ্ধারপূর্বক জব্দ করে। জব্দকৃত আলামত ও গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানায় হস্তান্তর করে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে র্যাবের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় জাল সনদে একযুগ ধরে চাকরি!

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে জাল সনদ দিয়ে চাকরি করার সত্যতা মিলেছে। একটি শক্তিশালী বলয়ের নেপথ্য ইশারা আর টাকার দাপটে বছরে পর বছর ভূয়া তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন বলে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ পড়েছে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমানের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরই দায়সাড়া বক্তব্য দিয়ে এড়িয়ে যেতে চান ।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১১ সালের ২৩ অক্টোবর উপজেলার গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমান সহকারি শিক্ষক হিসাবে চাকরিতে যোগদান করে বর্তমান প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। একই দিন নিয়োগ লাভ করেন সহকারি শিক্ষক মো: জাহাঙ্গীর হোসেন। চাকুরিবিধি আর সময়ের প্রয়োজনে বিপত্তি বাসা বাঁধে জাহাঙ্গীর হোসেনের গণিত বিষয়ের জাল নিবন্ধন সনদ নিয়ে। তিনি প্রভাব খাঁটিয়ে ৯০০১০৭৩২/২০০৯ নম্বর রেজিষ্ট্রেশনের সনদটি নিয়োগবোর্ডে দাখিল করেন যার রোল-৩১২১১৫০৮, সিরিয়াল নং-৯০৯৩৫২।

উক্ত রোল-রেজিষ্ট্রেশনকৃত সনদটি ভুয়া বলেই অফিস তালিকায় লিপিবদ্ধ নাই।

এ বিষয়ে অভিযোগ পড়ায় সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে কয়েক দফা তদন্ত করে শিক্ষক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে জাল সনদের সত্যতা মেলে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শৈলকুপা তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহম্মেদ খান ও প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমানকে উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন ও অফিস আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে আজও বহাল তবিয়তে চাকরিতে আছেন শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন।

গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিবরনীতে দেখা যায়, জাহাঙ্গীর হোসেন ১৯৮২ সালের ১২ আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করে ১৯৯৭ সালে এসএসসি, ১৯৯৯ সালে এইচএসসি ও ২০০৩ সালে গণিত বিভাগে ৩য় শ্রেণী প্রাপ্ত হয়ে স্নাতক পাশ করে ২০০৪ সালের ১/১১ তারিখে যোগদান দেখানো হয়েছে, যা জালিয়াতির ভয়াবহ নিদর্শন। মূলত ২০০৪ সালের ২৮ অক্টোবর নিয়োগ বোর্ডের রেজুলেশন পর্যালোচনা ও তৎকালীন নিয়োগ কমিটির সভাপতি সাবেক এমপি আব্দুল ওহাব এবং কমিটির অন্যান্য সদ্যদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সহকারি প্রধান শিক্ষক পদে ১৫ জন, সহকারি শিক্ষক পদে ৪৯ জন, হিন্দু শিক্ষক পণ্ডিত পদে ৪ জন, সহকারি গ্রন্থাগারিক পদে ৯ জন, দপ্তরি পদে ৫ জন ও নৈশ প্রহরী পদে ৪ প্রার্থী চাকরির আবেদন করেন। যার মধ্যে বর্তমান শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেনের নাম কিংবা আবেদন ছিলনা এমনকি ২০০৪ সালে নিয়োগকৃত কেউ সে সময় জাহাঙ্গীরকে স্কুল আঙ্গিনায় দেখেছেন বলে বলতে পারেন নাই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক বলেন শুধুমাত্র জাল নিন্ধনের গল্প ঢাকতেই রেজুলেশন জোড়াতালি দিয়ে প্রধান শিক্ষক ও একটি শক্তিশালীয় সিণ্ডিকেট বাণিজ্য করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা আরো জানান ২০১১ সালে বর্তমান প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ বোর্ডের রেজুলেশনের দিনই জাহাঙ্গীর হোসেন নিয়োগ পান। পরবর্তিতে ২০০৯ সালের গণিত বিষয়ের জাল শিক্ষক নিবন্ধন ধামাচাপা দিতে ভূয়া রেজুলেশনের মাধ্যমে ২০০৪ সালের নিয়োগ দেখানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বর্তমান তথ্য ছকের চাহিদা পূরন করে চাকুরী বাঁচাতে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন একটি সংজ্ঞবদ্ধ চক্র। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে বিষয়টি জেলা শিক্ষা অফিসের পরিদর্শক মো: পলাশ, তৎকালীন শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহম্মেদ ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমান সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। ২০০৪ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত শিক্ষক হাজিরা খাতা, ২০০৪ ও ২০১১

সালের নিয়োগ বোর্ডের রেজুলেশন তদন্ত করলেই অভিযোগের প্রকৃত সত্যতা বেরিয়ে আসবে বলে গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাধিক সদস্য এবং এলাকার সুধিমহল মনে করেন।

অপরদিকে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দাখিলকৃত ২০১১ সালের ১১ অক্টোবর তারিখের কাগজপত্র অনুযায়ী তৎকালীন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এসএম ছায়েদুর রহমান স্বাক্ষরিত এমপিওভুক্তির আদেশ হয়। এ আদেশেও প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমান ও সহকারি শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেনের নাম প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত স্মারক নং-জেশিঅঝি ১৩৪৬, তারিখ ১৩/১১/১১ ইং। সে চিঠিতে গণিত বিষয়ের সহকারি শিক্ষকের যোগ্যতায় জাহাঙ্গীর হোসেন ১৯৮২ সালের ১২ আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করে ১৯৯৭ সালে এসএসসি-১ম, ১৯৯৯ সালে এইচএসসি-২য়, ২০০৫ সালে বিএসসি (সম্মান) ৩য়, বিএড-২য় ২০০৮ নিবন্ধন রোল নং-৩১২১১৫০৮ ব্যাংক হিসাব ৮৪৮১ সোনালী ব্যাংক গাড়াগঞ্জ শাখা শৈলকুপা দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও ঝিনাইদহ জেলা থেকে ২০০৯ সালে যে ৩০ জন শিক্ষক গণিত বিষয়ে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেছেন সেখানেও নাম নেই জাহাঙ্গীর হোসেনের। জাল সনদের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হলেও গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ব্যতিক্রম। কর্তৃপক্ষের আদেশ উপেক্ষা করে কেন মামলা না করে ভূয়া তথ্যছক প্রেরণ করেছেন এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমান বলেন, জাহাঙ্গীর হোসেনের দাবি তার নিয়োগ ২০০৪ সালে। জালিয়াতি কাগজপত্র প্রেরণের এক প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে তিনি মোবাইল ফোন অফ করে দেন।

বিষয়টি নিয়ে শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা(ভারপ্রাপ্ত) সুলতান আলী জানান, অনেক পূর্বের ঘটনা লোকমুখে শুনেছি তবে বিস্তারিত জানা নেই, তিনি নতুন এসেছেন অভিযোগ আসলে তদন্ত করা যাবে।

শৈলকুপায় কলেজ ছাত্রকে হাতুড়ি

পেটা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় চুরির অভিযোগ করায় রাকিন আহম্মেদ নামের এক কলেজছাত্রকে হাতুড়ি পেটা করা হয়েছে। বর্তমানে ওই কলেজ ছাত্র ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে শৈলকুপা উপজেলার বড়বাড়ি বগুড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত রাকিন ওই গ্রামের আখের মিয়ার ছেলে। সে আবাইপুর যমুনা শিকদার কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র।

ভুক্তভোগী রাকিন আহম্মেদ জানান, প্রায় ১ মাস পুর্বে একই গ্রামের মজিপ বিশ্বাসের ছেলে শিমুল বিশ্বাস গ্রামের মাঠে থাকা রাকিনদের স্যালো মেশিনের পার্টস চুরে করে বিক্রি করে। বিষয়টি জানার পর রাকিন গ্রামের মাতব্বরদের কাছে বিচার দেয়। বিচারে শিমুলকে চড়-থাপ্পড় ও চুরিকৃত মালামাল ফেরত দিতে হয়। গত বুধবার সকালে রাকিন বাড়ির সামনে একটি দোকানে বসে ছিলো। সেসময় শিমুলের ছোট ভাই মেহেদির সাথে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তর্ক-বিতর্কের জেরে মেহেদি ও একই গ্রামের আশরাফুল ইসলাম নাটার ছেলে রিফাত তাকে হাতুড়ি দিয়ে বেধড়ক পারপিট করে। রাকিনের আত্মচিৎকারে পরিবারের লোকজন ছুটে এলে মেহেদি ও রিফাত পালিয়ে যায়। সেখান থেকে রাকিনকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত রাকিন বলেন, মেহেদির ভাই চুরি করেছিলো সেই বিচার দিয়েছিলাম বলে আমাকে এভাবে মারধর করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে শৈলকুপায় থানার ওসি শফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, একটা ঘটনা ঘটেছে ওয়াইফাই’র পাসওয়ার্ড চাওয়াকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা। ভুক্তভোগী থানায় মামলা দিলে তা আমলে নিয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শৈলকুপায় ২ বাড়িতে, স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুটপাট

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ২ বাড়িতে চুরি ও লুটের ঘটনা ঘটেছে। দুই বাড়ির স্বর্ণালংকারসহ নগদ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বত্তরা।

ভুক্তভোগী উপজেলার মাধবপুর গ্রামের স্কুল শিক্ষক জয়দেব বিশ্বাস জানান, রাত দেড়টার দিকে তার বাড়ীর গ্রীল কেটে একদল ডাকাত প্রবেশ করে। তারা পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রায় ১০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

পরে ওই চক্র পার্শবর্তী কৃষক প্রকাশ বিশ্বাসের বাড়িতেও প্রবেশ করে । কৃষকের বাড়ি থেকে ১ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করেছে বলে জানিয়েছে কৃষক প্রকাশ বিশ্বাস।

শৈলকুপায় থানার ওসি শফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, মাধবপুর গ্রামে দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগীরা থানায় মামলা দিলে আমরা মামলা নিব এবং আশা করছি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুতই দোষীদের আইনের আওতায় আনতে পারব।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় শিশু ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ৫ বছরের এক কণ্যা শিশুকে ধর্ষণ মামলায় তরিকুল জোয়ার্দ্দার ওরফে এমপি নামের একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার (৬মার্চ) সকালে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ মিজানুর রহমান এ রায় প্রদাণ করেন। দন্ডিত তরিকুল ইসলাম উপজেলার ক্ষুদ্র রয়েড়া গ্রামের মৃত মেনদায়

জোয়ার্দ্দারের ছেলে।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বজলুর রহমান জানান, ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি শৈলকুপা উপজেলার বাহির রয়েড়া গ্রামের ৫ বছরের এক কণ্যা শিশুকে ধর্ষণ করে পার্শবর্তী ক্ষুদ্র রয়েড়া গ্রামের তরিকুল জোয়ার্দ্দার ওরফে এমপি। নির্যাতিতা পরিবারকে জানালে পরদিন তার চাচা বাদী হয়ে তরিকুলকে আসামী করে শৈলকুপা থানায় একটি মামলা দায়ের করে। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে বুধবার ওই মামলার আসামী তরিকুলকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা করে। জরিমানা অনাদায়ের আরও ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেয়।